। নি। ব। ন্ধ।

বদলে যাচ্ছে গ্রাম

পারভেজ চৌধুরী

বেলা গেল সন্ধ্যা হল, আর কি বাকি আছে বল
কার বা আশে রইয়াছ বসিয়ারে
পাগল মনরে, আগ বাজারে আইল যারা, বেপারও করিল তারা
ভরল নৌকা হীরা-মুক্তা দিয়া
শেষ বাজারে দোকান খুলে হারাইলাম সব লাভে মূলে...
-বাউল দূর্বিন শাহ

আমার আগ্রহের বিষয়ের মধ্যে গ্রাম, গ্রামীণ জীবন এবং গ্রামীণ কাঠামো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বীকার করি, বাংলাদেশের নদী, নৌকা, গাছগাছালি এসবের প্রতি আমার এক ধরনের আসক্তি রয়েছে। বিগত পাঁচ-সাত বছর ধরে আমি ভিজুয়্যাল মিডিয়ার সাথে জড়িত। বিভিন্ন ভিডিওচিত্র কিংবা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে গ্রাম এবং গ্রামীণ জীবন প্রাধান্য পেয়েছে আমার কাজে। নাগরিক মুখোশ পরিহার করে গ্রামীণ লৌকিক জীবন প্রবলভাবে আকর্ষণ করে আমাকে। গ্রামের খোলা আকাশ, রৌদ্রছায়ার খেলা কিংবা ঘন সবুজ বন সবকিছুই বদলে যাচ্ছে, খুবই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। পাঁচ বছর আগের মেঘহীন আলোকময় ফসলি মাঠের আল ধরে যে গ্রামে গিয়েছিলাম, পাঁচ বছর পর সেই আল এখন ছায়াচ্ছন্ন শক্ত-সবল রাস্তা। স্বপ্নবানের মত বেড়ে উঠেছে রাস্তার দু'পাশের বৃক্ষরাজি। প্রকৃতিপিয়াসী যে কাউকে মোহগ্রস্ত করে তুলবে বদলে যাওয়া গ্রামের এ দৃশ্য। শান্ত নির্মল চারিদিকে শুধু বিস্তীর্ণ সবুজ আর গাছগাছালি প্রাকৃতিক এ অনুভূতিগুলি গ্রামীণ জীবনের বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র নয়। গ্রাম বদলে যাচ্ছে নতুন আঙ্গিকে, নতুন ধারায়।

মাঠ ঘাট নদী পাশের সাইনবোর্ডে স্থানীয় কোন সমিতির ডাক ঠিকানা লেখার সাথে যদি ই-মেইল অ্যাড্রেস থাকে তাতে এখন আর বিস্মিত হই না বরং মনে হয় তা গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিনে গ্রথিত হচ্ছে ক্রমশই। এ আনন্দবার্তা বড় মধুর, সুখের, বুক বেঁধে দাঁড়ানোর। বছর পাঁচেক আগে ঢাকার অদূরে কলাতুলি গ্রামে গিয়েছিলাম শহরনির্ভর একটি গ্রামের আধুনিক যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের ফলে প্রবীণ এবং নবীনদের দৃষ্টিভঙ্গিগত দ্বন্দ্বের স্বরূপ দেখতে। বার্ধক্যে নত হয়ে আসা সত্তরোর্ধ্ব আব্দুর রহমান লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে পুরো গ্রাম আমাদের দেখিয়েছিলেন, তার পেছনে ছিলো ক্যামেরা । নিজের অস্তিত্বের শেকড় আর বর্তমান সময়কে যতই মেলাতে চেয়েছেন বারবারই গাঢ় বিপন্নতা লেপে গিয়েছে তার মুখাবয়বে। "এই যে বিশীর্ণ খাল সেটা আগে ভরা যৌবনের নদী ছিলো। সেই নদীতে পাল উড়িয়ে বড় বড় নৌকা যেতো।" আব্দুর রহমানের এ বর্ণনা আবহমান বাংলার আরেক খণ্ডচিত্র। "ঐ যে মসজিদ দেখা যায় আগে সেখানে বিরান পতিত ভূমি ছিলো- জারি, সারি, যাত্রাপালা হতো এখন আর এসব হয় না। এই গ্রামে আগে এতো বেশি মসজিদ ছিলো না। মাইকের প্রশ্ন তো আসেই না।" একদল আড্ডারত তরুণের সাথে পরিচয় হলো তারা এই গ্রামেরই। দেখার জন্যে হাতে হিন্দি ফিল্মের ভিডিও ক্যাসেট সংগ্রহ করেছে গড়ে ওঠা স্থানীয় ক্লাব থেকে। আমি অপেক্ষায় আছি আরো পাঁচ বছর পর ক্যামেরা নিয়ে যাবো সেই গ্রামে। প্রথমেই আব্দুর রহমানকে খুঁজবো। তার স্বজনরা মঙ্গল কলস লাগানো কবর দেখিয়ে হয়তো ঠিকানা জানিয়ে দেবেন তাঁর। (আমার আশা ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন।) সেই তরুণরা ততদিনে হয়তো বিশ্ব শ্রমবাজারে নিজেদেরকে পণ্য বানিয়ে কেউ জাপান, মালয়েশিয়া অথবা ইটালি চলে গেছে আর কেউ কেউ গ্রামেরই স্থানীয় বাজারে দোকান দিয়ে পেপসি-কোলার বাজারজাত করছে কিংবা ডিশের লাইন দিয়ে আকাশ-সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনার বাংলার ভূমিতে। এ তো গেলো আকাশ দিয়ে সংস্কৃতি ভেসে আসার গল্প। কিন্তু ভূমিতেও অদৃশ্য সুড়ঙ্গ দিয়ে সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে প্রতিনিয়ত।

একবার গ্রামীণ ফেরিওয়ালাদের উপর একটি প্রামণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলাম। কবির কল্পনার আগের সেই কাঁধে জিনিস বয়ে বেড়ানো ফেরিওয়ালা এখন আর নেই। তিন চাকার ভ্যানে পসরা সাজিয়ে ছোট্ট মাইকে লেটেস্ট হিন্দি ফিল্মের গান বাজিয়ে ফেরিওয়ালারা এখন গ্রামে গ্রামে হোম সার্ভিস দেয়। তাদের বিক্রয়যোগ্য বিভিন্ন প্রসাধনীর সাথে মাধুরী চোলি (ওড়না), দেবদাস শাড়ি এবং কারিনা কাপুর জামা। ঘুণপোকার মত খুবই নীরবে নিথরে এই আগ্রাসন চলছে।

আরো মন খারাপ করে দেয়ার মত ঘটনা শোনাই, প্রিয় মৃত্তিকার সুরে যে বাউল গান গায় সেই বাউলকে নিয়ে। গ্রামীণ মানুষের দৈনিন্দন জীবনযাত্রা, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান-মেলা কিংবা যাত্রা-নাটকে বাউলের উপস্থিতি অবধারিত। "বাউল" বাঙালি জীবনের একান্ত নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। বাউল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনোভাব বাঁধা রয়েছে আবেগের চড়া পর্দায়। মানুষ অভিভূত হয় বাউল গানের ভাবতন্ময়তায়। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা বাউল নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে গিয়ে দেখা গেছে বাউলদের দোতারায় কিংবা মৃত্তিকাবর্তী কণ্ঠে ঢুকে যাচ্ছে হিন্দি ফিল্মের সুর। এই চোরাস্রোত বন্ধ হবে কিভাবে?

দিনাজপুর জেলার কোন এক নিভৃত পল্লীর গার্লস স্কুলের কয়েকজন ছাত্রী বাইসাইকেল চালিয়ে রোদ-বৃষ্টি মাড়িয়ে বহুদূর থেকে স্কুলে আসে। গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতায় এটা এক নীরব বিপ্লব। এইসব সাইকেল চালক তরুণীরা শুধু গ্রামীণ সমাজের ট্যাবুই ভাঙেননি, তার চেয়েও বেশি কিছু করেছেন। নাড়িয়ে দিয়েছেন সংস্কারের ভিত। সেই প্রথাবিরোধী আলোকিত মুখের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে মিছিল হয়েছে, নাকি ঝরাপাতার মতো একবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাও দেখতে যাবো একদিন।

কোন গ্রামে গেলে সেই গ্রামের পোস্ট অফিসের ডাকপিয়নের সাথে দেখা করার চেষ্টা করি। প্রায়শই ওরা প্রাণখোলা এবং বন্ধুবৎসল হয়, কারণ গ্রামের সব মানুষকে সে চেনে এবং ঠিকানা জানে অর্থাৎ বারোরকম মানুষের সাথেই তার ইন্টারেকশন। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে গ্রামের ডাকপিয়নরা খুবই নিঃসঙ্গ এবং বিষণ্নতাগ্রস্ত। তাদের কাজ কমে গেছে আর কাজ ছাড়া কারইবা ভালো লাগে? মোবাইল ফোনের প্রসারতার কারণে আজকাল চিঠি আদান-প্রদান কমে গেছে। অবসাদগ্রস্ত এই ডাকপিয়নের চাকরির পাশাপাশি কাউকে কাউকে অন্য কাজ করতেও দেখি, যেমন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি কিংবা মোবাইল ফোনের বিজনেস। দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামের হাটেবাজারে এখন মোবাইল ফোনের ব্যবসা রমরমা এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ। প্রায়ই দেখা যায় একটি গ্রামে এরকম একাধিক টেলিসেন্টার গড়ে উঠেছে। শুধু দেশের স্বজন-সুজনই নন, বিদেশের সুহৃদের কুশল কিংবা ব্যবসায়ের বাজারদর জেনে যাচ্ছেন এক নিমিষেই। বলা যায় বিশ্বটা তার হাতের নাগালে।

টেলিভিশনের শুটিংয়ের জন্য "অডিও বাইট" খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুটিংয়ে কারোর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার সময় নীরবতার প্রয়োজন হয়, স্বাভাবিক কারণে গ্রামীণ কোন স্থানকে কোলাহলমুক্ত মনে হলেও শব্দগ্রাহক যন্ত্রের কাছে তা যথেষ্ট নয়। শব্দগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় পাখির কলকাকলীও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রের কাছে পাখির গান, গরুর ডাক কিংবা যন্ত্রের শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, শব্দ শব্দই। কিন্তু গ্রামীণ পটভূমিতে এই শব্দহীন পরিবেশ খুবই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে যান্ত্রিকায়নের ফলে। শুটিংয়ের জন্যে এ পরিস্থিতি যন্ত্রণাদায়ক হলেও কৃষিভিত্তিক একটি সমাজে এটি নিশ্চয় ইতিবাচক দিক। যেমন কৃষিক্ষেত্রে সেচযন্ত্রের ব্যবহার, ট্রাক্টর

দিয়ে হালচাষ, ধান-গম ভাঙানোর যন্ত্র, শ্যালো মেশিনে নৌকা চলা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহার। এর ফলে আরেকটি বিষয় খুবই সুস্পষ্ট যে আগে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে যে কাজটি করতে ১০ জন মানুষের প্রয়োজন হতো, এখন নির্দিষ্ট সময়ে সেই কাজটি ২ জন মানুষই করতে পারছে। এর ফলে বেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব এবং মৌসুমী বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে দোকান, চা স্টলকেন্দ্রিক বেকার যুবকদের আড্ডা।

এসব কিছুই আমাদের গ্রামীণ জীবন পাল্টে দিচ্ছে। বদলে যাওয়া এসবের মধ্যে ঊষরতা যেমন আছে, পেলবতাও আছে তেমনই।

গ্রামীণ জনজীবন সামনে বয়ে যাচ্ছে নদীর স্রোতের মত। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের, উন্নয়নের জন্যে দেশে অসংখ্য দেশীয় এবং বিদেশী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, গণতন্ত্রায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ আরো অনেক অনেক ক্ষেত্রে। আপাতদৃষ্টিতে এ প্রক্রিয়া খুবই আশাজাগানিয়া মনে হতে পারে গ্রামবিচ্ছিন্ন নাগরিক মানুষের কাছে। এসব দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সংস্থাগুলি গবেষণা করে স্থির করেছেন সামাজিক পরিবর্তনে সবার অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, নির্বাচিত প্রতিনিধি, নারী প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষাবিদ এবং মসজিদের ইমাম (প্রধানত ধর্মীয় নেতা)। আলোচনায় ধর্মীয় নেতা না বলে ইমাম বলছি, কারণ অন্যান্য ধর্মীয় নেতা বাংলাদেশের গ্রামীণ কাঠামোতে ততটা শক্তিশালী নয়। ক্ষেত্রবিশেষ ইমামদের আলাদা আলাদা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াবলীর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কখনও কখনও সামাজিক আন্দোলনে তার অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করানো হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও যে ইমাম নিজের ক্ষেত্র শুধু মসজিদ এবং ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমান সময়ে দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সংস্থার কল্যাণে সেই ইমামের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে গোটা সমাজে। ফলে সে তার নিজের মত করে ধর্মকে ঢেলে দিচ্ছে সমাজে, গ্রামীণ জনজীবনে। আজকাল প্রায়শই ভিডিওচিত্র কিংবা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের শুটিং করতে গেলে (নাটক/সিনেমা না হয় বাদই দিলাম।) সরাসরি মসজিদের ইমামগণ "শয়তান" "বিধর্মী" বলে অন্যান্য গ্রামীণ মানুষদের সংগঠিত করে তোলেন সহজেই । গ্রামীণ সাধারণ মানুষ খুবই ধর্মাচ্ছন্ন এটা ঠিক নয়। কিন্তু ধর্ম নিয়ে কেউ যদি তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তাতে গ্রামীণ মানুষেরা সহজেই সাড়া দেয়। কেউ অন্ধভাবে, কেউ সাধারণভাবে সায় দেয় আবার কেউ কেউ একেবারেই নীরব থাকে। গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে ইমামদের মসজিদকেন্দ্রিক না রেখে সামাজিকভাবেই তার শক্তি, ক্ষেত্র সুসংহত করা এবং সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে ধীরে ধীরে। আগে যা সামাজিক ভয়ে হুটহাট ধর্মীয় গোঁড়ামির দিক থেকে কিছু বলার বা করার সাহস হতো না, এখন সেই পথ সুগম হচ্ছে বলেই যুক্তি মেলে। এটিও গ্রামীণ জীবনে পরিবর্তন আনছে, তবে অন্যান্য পরিবর্তনের মত দ্রুত নয় খুবই ধীরে ধীরে।

এ ঘটনা খরগোশ আর কচ্ছপের প্রতিযোগিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের এ-ও জানা আছে প্রতিযোগিতার শেষ ফলাফল। সময় এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে আমাদের গ্রামীণ জীবনে বদলে যাওয়ার স্রোত বইছে এ বড় আশা জাগানিয়া। কিন্তু সেই স্রোতের নিচে আরেকটি স্রোত বইছে নীরবে, নিভৃতে। এ ভীষণ সর্বনাশী, ভয়ানক এবং সর্বপ্লাবী। সাদামাটা চোখে হিসাব মেলানো প্রাসঙ্গিক একটি চিত্র তুলে ধরতে চাই এখানে, একটি গ্রামে ক্ষমতাকেন্দ্রিক মাতব্বর (প্রধান) থাকেন ১ জন, ৪/৫টা গ্রাম নিয়ে একটি স্কুল গড়ে ওঠে সচরাচর। কিন্তু একটি গ্রামে মসজিদ থাকে ২/৩টা, কখনও কখনও ৪টা বা তারও অধিক। ফলে গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে ধর্মীয় নেতৃত্ব যে হারে বিকশিত হচ্ছে সামাজিক অথবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই হারে বিকশিত হচ্ছে না। দিনের পর দিন যেভাবে আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ইমামদের সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণদারিত্ব সুনিশ্চিত করছেন, জুড়ে দিচ্ছেন সামাজিক ক্ষমতায়নে তাতে কিন্তু আমাদের সামনে এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে নীরবে গণবিধ্বংসী ভূমিমাইন পেতে রাখার চিত্রকল্প ভেসে ওঠে।

ইমেইল: parvez_chowdhury2000@yahoo.com

সাপ্তাহিক ২০০০

দেশে ও বিদেশে গ্রাহক হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৪৮০০/- টাকা ৯৩ মার্কিন ডলার	২৫০০/- টাকা ৫০ মার্কিন ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, কেনিয়া।	৪০০০ টাকা ৭৭ মার্কিন ডলার	২১০০ টাকা ৪২ মার্কিন ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর।	৩৩০০/- টাকা ৬৪ মার্কিন ডলার	১৭০০/- টাকা ৩৫ মার্কিন ডলার
ভারত, ভূটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১৮০০/- টাকা ৩৭ মার্কিন ডলার	১০০০/- টাকা ২২ মার্কিন ডলার
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য)	৮০০/- টাকা ১৮ মার্কিন ডলার	৪৫০/- টাকা ১২ মার্কিন ডলার

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
Circulation Manager, Shaptahik 2000, 96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9349459, PABX: 9350951-3